ব্রি ধান৭৪

ধান চাষ সমৃদ্ধি আনে

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৭৪ বোরো মৌসুমের জাত। এর কৌলিক সারি নং বিআর৭৬৭১-৩৭-২-২-৩-৭। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুরে আইআর৬৮১৪৪ এর সাথে ব্রি ধান২৯ এর একবার পশ্চাৎ সংকরায়ণের পর বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। উক্ত কৌলিক সারিটি ব্রি সদর দপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় ২০১৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বোরো মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য জাত হিসাবে অনুমোদন লাভ করে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- জাতটি অধিক ফলনশীল।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯২ সেমি.।
- গাছ মজবুত বিধায় ঢলে পড়ে না।
- চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা ও রং সাদা।
- ধানের খোসার অগ্রভাগ খসখসে।
- চালে প্রোটিনের পরিমান ৮.৩%।
- চালে জিংক এর পরিমান ২৪.২ মিলিগ্রাম/কেজি

ব্রি ধান৭৪

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৭৪ এর জীবনকাল ব্রি ধান৬৪ এর চেয়ে ৪-৫ দিন আগাম এবং হেক্টর প্রতি ফলন ব্রি ধান৬৪ এর চেয়ে কমপক্ষে ১.০ টন বেশি। এ জাতের চালে শতকরা ৮.৩ ভাগ প্রোটিন এবং প্রতি কেজি চালে ২৪.২ মিলিগ্রাম জিঙ্ক রয়েছে, যা প্রচলিত অন্যান্য জাতের চেয়ে প্রায় ৮.২ মিলিগ্রাম/কেজি এবং জিংক সমৃদ্ধ বোরো ধানের জাত ব্রি ধান৬৪ এর চেয়ে প্রায় ০.২ মিলিগ্রাম/কেজি বেশি।

জীবনকাল এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪৫-১৪৭ দিন।

ফলন ব্রি ধান৭৪ জাতটি গড়ে হেক্টর প্রতি ৭.১ টন ফলন দিতে সক্ষম। তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় ৮.৩ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতিঃ

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপনঃ** ০১ অগ্রাহায়ণ থেকে ১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর)।

২. **চারার বয়সঃ** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **চারার সংখ্যাঃ** প্রতি গুছিতে ২-৩টি।

৪. **রোপন দুরত্বঃ** ২০ সেঃমিঃ X ১৫ সেঃমিঃ।

৫. **জমির ধরণঃ** মাঝারী উচুঁ থেকে উচুঁ জমি।

৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

৬.১	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংকসালফেট
	৩৫	১৩	১৬	১৫	১.৩

৬.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমওপি, জিংক সালফেট ও জিপসাম সার প্রয়োগ করা উচিত।

৬.৩ ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে ভাগ করতে হবে। যথাঃ রোপণের ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫- ৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০-৫৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৭. **আগাছা দমনঃ** রোপণের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনাঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৯. **রোগ বালাই দমনঃ** ব্রি ধান৭৪ এ রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। জাতটি মধ্যম মাত্রায় ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিৎ।

১০. **ফসল পাকা ও কাটাঃ** ৩০ চৈত্র থেকে ১১ জ্যৈষ্ঠ (১৩ এপ্রিল থেকে ২৫ মে) ধান কাটার উপযুক্ত সময়। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে দেরি না করে ধান কেটে নেয়া উচিত।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd